যুগান্তর

তারিখ 8 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঝিনাইদহে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক খাতা নিয়ে অর্থ বাণিজ্য

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

সারাদেশের এইচএসসি ও সমমানের লিখিত পরীক্ষা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা ব্যবহারিক খাতা (প্র্যাকটিক্যাল) স্বাক্ষরের জন্য শিক্ষকদের কাছে ধর্না দিচ্ছেন। অভিযোগ করা হয়েছে ঝিনাইদহে স্বাক্ষরের সময় অর্থ বাণিজ্য করা হচ্ছে। নম্বর কম দেয়ার ভয়ভীতি দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের জিম্মি করে কারও ৩০০ থেকে ৬০০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। দরিদ্র অসহায় অভিভাবকরা দ্রুত এ টাকা জোগাড় করতে বেকায়দায় পড়েছেন। নালিশ করেও কাজ হচ্ছে না। থামছে না পরীক্ষায় নামে এ ধরনের দুর্নীতি। প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘটছে এ ঘটনা। সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান কলেজের এক ছাত্র কৃষি শিক্ষা ব্যবহারিক খাতা স্বাক্ষর করার সময় ঘটনা জানাজানি হয়। শাউদিয়া গ্রামের ওই পরীক্ষার্থীর কাছে অনৈতিকভাবে ৩০০ টাকা দাবি করা হলে সে তা দিতে অস্বীকার করে। অভিযোগ করা হয়েছে কলেজটির শিক্ষক আসম আনোয়ার এবং ক্লার্ক জামাল উদ্দিন এ টাকা দাবি করেন। টাকা না দিলে ব্যবহারিক পরীক্ষায় তাকে পাস নাম্বার দেয়া হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হয়। খবরের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বলেন ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় বহিরাগত পরীক্ষকদের খাওয়ানো এবং সন্তুষ্ট করার কাজে এ টাকা ব্যয় করা হয়ে থাকে। কিছু টাকা শিক্ষকরা ভাগ করে নেন বলেও দাবি করেন তিনি। শুধু কৃষি শিক্ষার অন্তত ১০০টি ব্যবহারিক খাতা স্বাক্ষর করার কথা বলে এখনও আটকে রাখা হয়েছে। শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন স্পষ্ট ভাষায় স্বীকারোক্তি করে বলেছেন বেশির ভাগ কলেজে এ ঘটনা ঘটে থাকে। বিশেষ একটি সূত্র জানায়, নানা অজুহাতে ঝিনাইদহ কলেজ, শিশু কুঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজ, নুরুন্নাহার সরকারি মহিলা কলেজ, মহেশপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজ, কোটচাঁদপুর, কালীগঞ্জসহ কয়েক ডজন কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই হাল।